শ্রীগুরুর মুখ নিঃসৃত বাণী

১। গুরু কা দ্বার মে কুত্তাকা মাফিক পড়া রহো।
২। ডেকেই দ্যাখ্ না, আছি কিনা।
৩। তোরা চাইলে আমি তোদের ব্রহ্ম পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারি।
৪। জীবনে কোন মানুষ সম্পর্কে না জেনে আজেবাজে আলোচনা করবে না।
৫। শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে জ্ঞানী চায় শ্রেয়কে আর অজ্ঞানী চায় প্রেয়কে।
৬। শরণাগত না হলে ভগবদ্ কৃপা লাভ হয় না।
৭। তোমরা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখ, যতক্ষণ না ফিরিয়ে নাও ব্যাঙ্কওয়ালাদের দায়িত্ব থাকে তোমাদের জিনিস গচ্ছিত রাখা; আমরা তোমাদের কারোর জন্যে কিছু নিয়ে আসি। তোমাদের যতদিন না ফিরিয়ে দিই ততদিন আমাদের ছুটি নেই। এই কৃপা তোমাদের প্রাপ্য।
৮। তোদের ভাবনা চিন্তা আমি সাথে করে নিয়ে গেলাম তোরা খালি আমার চিন্তা করবি।
৯। ভোগে ডুবিয়া থাকিও না, ধ্রুবের মত সরল নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হইয়া প্রার্থনা কর।
১০। যে যত দীন হীন হইয়া তাঁর চরণে লুটাইয়া পড়িবে, সে ততই ভগবানের কাছে যাইবে।
১১। ঠাকুরকে ভালবাস, তাঁর জন্য ত্যাগ কর, নাম কর, নাম কর।
১২। 'আমি' যাহাকে কৃপা করি, তাহাকে একেবারে উল্টাইয়া দিই।
১৩। ব্রহ্মর দৃষ্টি যার উপর পড়ে, সে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।
১৪। সকল ভার আমাকে দিয়ে তুই খালাস হয়ে যা।
১৫। আমার প্রতি লোমকূপে, লোমকূপে শাস্ত্রের কথা ভরা আছে।
১৬। যার পক্ষে জনার্দ্দন তার আবার ভয় কিসের।
১৭। তোরা যখন বড়ি দিস, প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা করে নূন দিস, না একেবারে সমস্ত ডালে নূন দিস, আমিও তাই।
১৮। টাই টোপোর পড়ে রবে, কর্ম নিয়ে বিচার হবে।
১৯। শিশির পড়া দেখেছিস - বাবারা, - শিশির পড়া দেখা যায় না। পড়ে থাক্‌তে দেখা যায়। কৃপা ঐ রকম দেখা যায় না।
২০। শিশির চাটলে কি পেট ভরে ভাই।
২১। ভগবানের স্মরণ নিবে সুখে থাকবে।
২২। কল্যাণ হইবে শরণ নিয়ে যা।
২৩। ঈশ্বরের কোলে বসে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ধনদৌলতের দিকে মানুষ তাকায়, ঠাকুরের দিকে তাকায় না।
২৪। ভগবানের চরণ প্রাপ্তির দুই উপায় - দান এবং ধ্যান।
২৫। নামের ভিতর কৃপা ভরা।
২৬। জন্ম মরণ হরণ করে নিই, যে আমার স্মরণ নেয়।
২৭। বখত্ চলা যাতা হ্যায় - অত উর্দ্ধনে সংশয়।
২৮। ছাড়িস যদি দাগাবাজী, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারিস।

শ্রীগুরুর মুখ নিঃসৃত বাণী

২৯। তোরা সব বুড়ি ছুঁইয়ে থাক।
৩০। শ্রী ভগবানের চরণ সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। ভগবানের চরণ কমল সর্ব্ব দুঃখ মোচনকারি এবং মোক্ষদায়ক।
৩১। দর করলে কি লাভ হয়? কখনও হয় না; কেনা চাই
৩২। ভগবানের চরণে তোমাদের প্রেম বাঢ়ং। ভগবানের চরণ বিনা কে কল্যাণ পেয়েছে।
৩৩। দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম অবহেলায় হারাইয়ও না। এমন জন্ম আর হবে না।
৩৪। জগতে সেই জন সুখী, যে জনের শ্রীভগবানের চরণে মতি গতি আছে।
৩৫। মানুষকে ধর্ম সর্ব্বকালে রক্ষা করেন, এই জেনে মানুষের কার্য্য করা উচিত।
৩৬। সুখে এবং দুঃখে সর্ব্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করিবে । কলি জীবের ইহাই কল্যাণকর একমাত্র পথ জানিবে, এই ওঁ তৎসৎ ওঁ জপ করিবে। ইহাই আমার আদেশ জানিবে।
৩৭। শ্রীভগবানের চরণ কমল স্মরণ করিবে, তাহাতে সর্ব্বরোগ মুক্ত হইয়া সুখী হইবে ইহাই আমার আদেশ জানিবে।
৩৮। কলিতে জীবন পদ্মপত্রে জলের ন্যায়। এই আছে এই নাই। ইহা জানিয়া ভগবানের নাম স্মরণ। নাম বিনে গতি মুক্তি হয় না। তাহাতেই নাম জপ।
৩৯। ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ো না কারণ ইন্দ্রিয় মনকে বর্হিমুখী করে। সর্বদা অন্তর্মুখী হবার চেষ্টা কর।
৪০। পুঁথিগত জ্ঞান যতই থাকুক স্থির চিত্ত না হলে আত্মপোলব্ধি হয় না। আর আত্মপোলব্ধি ছাড়া তাঁকে জানা যায় না।
৪১। মন আর ইন্দ্রিয় বন্য ঘোড়ার মত সর্ব্বদাই চঞ্চল। সংযমের লাগাম দিয়ে এদের বশীভূত করতে হবে।
৪২। 'প্রকৃত আর্ত্তীকে' ভগবান নিজেই গুরুরূপে উদ্ধার করে থাকেন।
৪৩। শুধুমাত্র প্রচারের দ্বারা বড় হওয়া যায় না। সবাই লোক-শিক্ষা দিতে পারে না, প্রকৃত ত্যাগী ব্যক্তি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদেই লোকশিক্ষা অধিকারী হতে পারেন।
৪৪। ঈশ্বর সকলেরই পিতা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী,দরিদ্র, ইতর, ভদ্র সকলের প্রতি তাঁর সমান দৃষ্টি, সমান স্নেহ, তবুও যে তাঁকে পাবার জন্য যত ব্যাকুল তিনিও তার প্রতি তত প্রসন্ন।
৪৫। ভগবানকে ইষ্ট বলে জানলে, তাঁকে ভালবাসলে তবে তাঁর উপর মন বসে। যে যাঁকে ভালোবাসে সে তার ইষ্ট।সেই প্রেম, প্রীতি ভালবাসা ভগবানকে দিলেই তাঁকে পাওয়া যায়।
৪৬। ইনি আমার ইষ্ট, এই জ্ঞান ষোল আনা হলেই তাঁকে লাভ হবে।
৪৭। তোদের গর্ভে ধারণ করে আমার কি নিস্কৃতি আছে, যতক্ষণ না একটা একটা করে তোদের সকলকে পার করে দিই।
৪৮। আমার কাছে যারা আসে গুরুজ্ঞানেই তো আসে - বাবা।

শ্রীগুরুর মুখ নিঃসৃত বাণী

৪৯। কন্দরে কন্দরে সাধুরা সব বসে আছে এই চরণ ধূলির জন্য।
৫০। আমি ধরা না দিলে কে আমায় ধরতে পারে।
৫১। দেখেনে, দেখেনে, দেখেনে, আর পাবিনে শিব এব স্বয়ং সাক্ষাৎ।
৫২। এই মাটিতে গড়াগড়ি দে (আশ্রমের) ধূলো গায়ে মাখ পবিত্র হয়ে যাবি।
৫৩। শান্তি বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায় না, সাধুর কাছে চাইলেও পাওয়া যায় না, তা অর্জ্জন করতে হয়।
৫৪। এত গহনা করে সাধু দর্শন করতে এসেছিস। ওতে প্রকৃত সাধু ভোলে না রে, শান্তি পাওয়ার জন্য কাজ করতে হয়, জপ ধ্যান করতে হয়, সাধুর কথা মত চলতে হয়।
৫৫। দেবতা বা সাধু দর্শনে গেলে খালি হাতে যেতে নাই।
৫৬। কথা কম বলাই ভাল, কারণ বোবার শত্রু নেই।
৫৭। আমি ভাল হলে সব ভাল, রাগ পুষে রাখতে নেই।
৫৮। সাধূর রাগ জলের দাগ।
৫৯। ঈশ্বরকে নিবেদং না করে কিছু খাবিনা; যে কাজ করবি তাকে স্মরণ করে করবি, মনে রাখবি তিনি সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন।
৬০। সংসার সমুদ্র পার হতে গুরুর শ্রীচরণই একমাত্র ভরসা।
৬১। তোরা আর কি করবি, খালি এই চরণ ধরে (স্মরণ) পড়ে থাক।
৬২। ঈশ্বর গুরুর গুরু, ঈশ্বর অনেক দূর, তাঁকে সহজে পাওয়া যায় না।, কিন্তু দেহী গুরুকে কাছে পাওয়া যায়।
৬৩। তোদের চিন্তা কি, আমিতো তোদের মাথায় ছাতা ধরে আছি। তোরা কেবল শক্ত করে আমার চরণ ধরে থাক।
৬৪। মা যেমন গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা টের পান। সন্তান নড়াচড়া করলে বুঝতে পারেন। সদ্‌গুরুও সেই প্রকার শিষ্যের সব অবস্থা এবং চেষ্টা জানতে পারেন।
৬৫। জানিস, আমি ইচ্ছা করলে ব্রহ্ম দর্শন করাতে পারি।
৬৬। আমি এক সুতায় সব মালা গেঁথে দিয়েছি; দেখিস যেন না ছেঁড়ে।
৬৭। তোরা একপা এগো , আমি তোদের দশ পা এগিয়ে দেব।
৬৮। গুরুর কথাই আশীর্ব্বাদ।
৬৯। গুরু ভালবেসে সঙ্গে মিশে ফিরিয়ে দেবে মন।
৭০। ভয় কি! তোর একজন আছে, তবে আমি তার নাম জানি না।
৭১। ভক্ত ভগবান নইকো ভিনু, একই আত্মা একই তনু।
৭২। গৃহে অতিথি এলে কিছু না পারিস, এক গ্লাস জল ও একটি বাতাসা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ণ করবি।
৭৩। দাগী চোর পালাবে কোথা, ধরা পড়বে হেথা সেথা।
৭৪। সুন্দরকে যদি দেখিতে চাও তবে হৃদয় কে সুন্দর কর।
৭৫। মহাপুরুষের ক্রিয়া কলাপ অজ্ঞে নাহি বুঝে।
৭৬। ছল চাতুরি প্রাণে ভরা মুখে হরিনামের গীতি, ওরে, পাবিনা তুই শ্রীপতি।
৭৭। গুরু কখন কাকে কি ভাবে কৃপা করেন যে সেই কৃপা পায় সেই শুধু বোঝে।